‘জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৫’

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

তারিখ ঃ ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫; শনিবার, সকাল ৮.৩০ ঘটিকা

স্থান ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

সভাপতি: মাননীয় বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সহকর্মী বিচারপতিবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের সকল স্তরের বিচারকগণ, সম্মানিত সুধীমন্ডলী, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ।

নমস্কার/শুভ সকাল।

আজকের এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে সম্মত হওয়ায় আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি আপনার দৃঢ় অঙ্গীকার সর্বজনবিদিত। গভীর আনন্দ ও গৌরবের সাথে আমি উপস্থিত সকলকে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অধঃস্তন আদালতের বিচারক থেকে শুরু করে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি অলংকৃত হয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ উপস্থিতিতে, যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজয়ের এই মাসে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বিচার বিভাগ- যেখানে শোষিত, নির্যাতিত এবং অসহায় মানুষ স্বল্প খরচে ন্যায় বিচার পাবে। স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পর বাঙালী জাতি এটা দৃঢ়ভাবে বলতে পারবে যে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গুণগত মান বজায় রেখে নিরন্তর বিচারকার্য পরিচালনা করছে। যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জরিপি প্রতিষ্ঠান Gallop এর জরিপে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অনেক দেশে বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে সরকারপ্রধান এবং বিচার বিভাগের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ উপস্থিত থেকে বিচার বিভাগের বাস্তব সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জেনে তা উত্তোরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমাদের দেশে ইতোপূর্বে এরকম কোনো নজির ছিল না। বিচার বিভাগের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় আজকের এ সম্মেলন। যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-সে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আজকের এ বিজয়ের মাসে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা।

বিচার বিভাগের গুরুত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে। বিচার বিভাগ এর সীমিত সম্পদ ও বাজেটের মাধ্যমে নিরন্তর দায়িত্ব পালন করছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন-এ মহৎ উদ্দেশ্যকে ধারণ করে বিচার বিভাগ ইহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ এখন

বিশ্ব অর্থনীতির রোল মডেল যা বিশ্ব ব্যাংক তথা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। ২০২০ সালের আগেই জিডিপি প্রবৃদ্ধি পৌছাতে পারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব থাকে। একটি দেশের বিচার বিভাগের দক্ষতা এবং দ্রুত বিচারের উপর ভিত্তি করে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি, আইনের মাধ্যমে উন্নয়নের নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। বিচার বিভাগের কর্ম দক্ষতার উপর একটি দেশের সভ্যতার চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অন্যকথায় বলা যায় যে, কোনো দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে তাঁর বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা। জর্জ ওয়াশিংটনের মতে-*"Administration of justice is the firmest pillar of government. Law exists to bind together the community; it is sovereign and cannot be violated with impunity"*। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বিশেষ আদালতসমূহের স্থান সংকুলানের তীব্র অভাবঃ

প্রায়ই সরকার নূতন আইন করে বিভিন্ন ধরণের ট্রাইব্যুনাল যেমন-নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল, এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, স্পেশাল জজ, পরিবেশ আদালত, পরিবেশ আপীল আদালত, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ট্রাইব্যুনাল তৈরি করেছেন। এ সকল ট্রাইব্যুনালের জন্য কোনো পৃথক আদালত ভবন, পরি-কাঠামো নির্মাণ এবং রেকর্ড রুম ও বসার জায়গা ব্যবস্থা না করে ব্রিটিশ আমলের নির্মিত জরা-জীর্ণ ভবনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল। ফলে দ্রুত বিচার সম্ভব হচ্ছে না। নিম্ন আদালতের ১৫০০ বিচারকের মধ্যে অনেক বিচারককে সরকারের আইন মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইত্যাদি জায়গায় প্রেষণে নিয়োগ দিতে হয়। ফলে বিচারকের স্বল্পতায় বিচারকার্য বিঘ্ন হয়। আশা করি সরকারী বিভিন্ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে আইন কর্মকর্তা ও আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করবে যাতে করে ঐসকল কর্মকর্তাকে দ্রুত প্রত্যাহার করে মাঠ পর্যায়ে পদায়ন করা যায়। এতে বিচার নিষ্পত্তির সংখ্যা বেড়ে যাবে।

এদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল করতে বিচার বিভাগের অবদান রাষ্ট্রের অন্য কোনো বিভাগের চেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। যেমনঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার

বাঙালী জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নৃশংসভাবে হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য Indemnity আইন প্রণীত করে বিচার কাজ বন্ধ করা হয়েছিল, সুপ্রীম কোর্ট তাহা অবৈধ বলে ঘোষণা করে। হত্যার বিচার করে অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করেছে।

(খ) চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচার

কারা অন্তরালে নৃশংসভাবে চার জাতীয় নেতাকে হত্যারও বিচার কাজ বন্ধ করা হয়েছিল। এর বিচার স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করে, বিচার বিভাগ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

(গ) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

আপনারা সবাই অবগত আছেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর সহায়তায় স্থানীয় রাজাকাররা আমাদের দেশে নৃশংসতা চালায়। তারা ৩০ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, দুই লাখ নারীর ওপর নিপীড়ন চালায় এবং এর পরও তারা প্রায় চার দশক বিচারহীনতার সুযোগ ভোগ করে। এদেশের রাজাকার এবং আলবদর, আলশামসের সদস্যরা নতুন দেশটিকে মেধাশূন্য করতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বিজয় ক্ষণের প্রাক্কালে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনে যারা সহায়তা জুগিয়েছিল সেই যুদ্ধাপরাধীদের ৪২ বছর পর বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তাদের কয়েকজনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর আওতায় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বিচার কাজ এখনো চলছে।

(ঘ) মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী অনেক Veteran যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করে জনগণ তথা বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নুরেম বার্গ হত্যাকান্ড, সার্বিয়া ও কম্বোডিয়া বিচারের চেয়েও এ বিচার অনেক স্বচ্ছ এবং দ্রুততার সহিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে সমগ্র জাতির দীর্ঘ দিনের কাঙ্খিত বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ হচ্ছে।

(ঙ) জেএমবি এবং জঙ্গিদের বিচারের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের অবদান

জেএমবির নাশকতামূলক কর্মকান্ড ও বিচারক হত্যার মামলার রায় প্রদান করে সব ধরণের সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স দেখিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন সুদৃঢ় করেছে।

(চ) ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় দ্রুত বিচার করে বিচার বিভাগ এধরনের ঘৃণিত অপরাধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

(ছ) বিডিআর হত্যা কান্ডের বিচার

পূর্বতন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অল্পকয়েক দিনের মধ্যে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়ে সরকার তথা পুরো দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। বিডিআর হত্যা মামলা কোন আদালতে বিচার হবে সে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ছিল। সর্বোচ্চ আদালত ইহার উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান দিয়েছেন। যার ফলে বিডিআর হত্যা কান্ডের মতো জঘন্য অপরাধের দ্রুত বিচার নিস্পত্তি সম্ভব হয়েছে।

(জ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বিধান বাতিল:

সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনকে একটি মহলের খেয়াল খুশি মত পরিচালনার ব্যবস্থা হয়েছিল। ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন রাষ্ট্রের

মূলভিত্তি জনগণের সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরিচয় খর্ব করায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত ইহা অসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করে। উক্ত সংশোধনী বাতিল করে গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে নির্দেশ প্রদান করে। ফলে জনগণের সার্বভৌমত্ব ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল এবং সামরিক শাসন অবৈধ ঘোষণাঃ

সপ্তম সংশোধনী এবং পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। পবিত্র সংবিধান থেকে সামরিক আইন ও ইহার সংশোধিত ও সন্নিবেশিত বিধানসমূহ মুছে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট ৫ম সংশোধনীর রায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে,

> "*We are putting on record our total disapproval of Martial Law and suspension of the Constitution or any part thereof in any form. The perpetrators of such illegalities should also be suitably punished and condemned so that in future no adventurist, no usurper, would dare to defy the people, their Constitution, their Government, established by them with their consent. However, it is the Parliament which can make law in this regard. Let us bid farewell to all kinds of extra constitutional adventure for ever*."

বিচার বিভাগের এই আদেশের ফলে সামরিক শাসনের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যহত করার সুযোগ পরাহত হয়েছে।

বিচার বিভাগের বাজেটঃ

বিচার বিভাগের জন্য বাজেট অতি নগণ্য। জানা যায় যে, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত বিচার বিভাগের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা অথচ বিচার বিভাগ থেকে আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৭ শত ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং সুপ্রীম কোর্টের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট ধরা হয়েছে ১ শত ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ও আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। যদিও বিচার বিভাগ রাজস্ব আয়ের কোন খাত নয়।

বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনঃ

বিভাগীয় শহরগুলোতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের ব্যাপারে বাহিরের আইনজীবীদের দাবী জোরালো হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আগ্রহী । এ কারনে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হলে অবকাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় বিচারক ও জনবল অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের

পর্যাপ্ত বিচারক নাই। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় বিচারক ও জনবল নিয়োগ করা হলে সার্কিট বেঞ্চের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

তথ্য ও প্রযুক্তির গুরুত্বঃ

মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এবং দক্ষ সেবাদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। সফ্টওয়্যারের সহায়তায় কোনো মামলার তথ্য এখন সার্চ কমান্ড দিয়ে বের করা সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ সুবিধাগুলো ব্যবহার করে নাগরিকদের কাছে তাদের পছন্দের ডিভাইসে মামলার তথ্য পাঠানোর কাজটিও নিশ্চিত করা কঠিন কাজ হবে না। সুপ্রীম কোর্টে আমরা তথ্য প্রযুক্তির সুবধিা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাটি অনেক আগেই উপলব্ধি করি। কারণ তথ্য প্রযুক্তি দিয়েই কাজের গতি কয়েক গুণ বৃদ্ধি এবং সেবার জন্য অপেক্ষমান সর্বশেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো সম্ভব। বিচার ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশনের পথে এরই মধ্যে আমরা কিছু এগিয়েও গিয়েছি। আমাদের জন্য ইউএনডিপির তৈরি আইসিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিন আমরা কারাগার ও পুলিশসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত একটি সমাধানে পৌঁছাতে পারব বলে আশা করছি। কিন্তু বাজেটের অভাবে অগ্রসর হতে বাধা হচ্ছে। অপর্যাপ্ত বাজেট দ্বারা বিচারকদের কম্পিউটার দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারি যে, সুপ্রীম কোর্ট ও এর অধীন আদালতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সেবার মান বৃদ্ধি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ এখন তাদের মামলার তথ্য ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপস ও এসএমএসের মাধ্যমে লাভ করতে পারছে। বিচার ব্যবস্থায় আমরা যেসব আইসিটি সুবিধা যুক্ত করেছি তার মধ্যে আছে সুপ্রীম কোর্ট ও পরীক্ষামূলক তিন জেলায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার চালু, কজলিস্ট ও মামলার তথ্য অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে সরবরাহ, সুপ্রীম কোর্ট ও এর অধীনস্থ কোর্টের মামলার তথ্য খোঁজার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি এবং আদালত প্রশাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েবভিত্তিক জুডিশিয়াল অফিসার্স ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন তৈরি।

বিচার বিভাগ ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের গৃহীত পদক্ষেপঃ

অনলাইন কজলিস্ট ব্যবস্থা

- অনলাইন কজলিস্ট ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে এবং পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের কজলিস্ট প্রতিদিন বিকাল ৬ টার মধ্যে পরের কার্যদিবসের বিভিন্ন কোর্টের কজলিস্ট অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বেঞ্চে মামলা হওয়ার সাথে সাথে মামলার বিভিন্ন তথ্য সফ্টওয়্যারে ইনপুট দেওয়া হয় এবং তথ্যগুলো সার্ভারে জমা থাকে। ফলে একজন ব্যক্তি অতি সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে মামলাটি কোন কোন তারিখে কজলিস্টে এসেছে, মামলার বর্তমান অবস্থা ও ফলাফল জানতে পারে।

অনলাইনে উচ্চ আদালতের জামিন সম্পর্কে অবহিত হওয়া

- কোনো বেঞ্চ হতে কোনো মামলার আসামীকে জামিন প্রদান করা হলে জালিয়াতি পরিহারের জন্য নিম্ন আদালতে চিঠি প্রদানের পাশাপাশি প্রতিটি জামিনের আদেশ স্ক্যান করে অনলাইন বেইল কনফার্মেশন সফ্টওয়্যারে আপলোড করা হয়। নিম্ন আদালত হতে এ সফ্টওয়্যারে প্রবেশ করে প্রেরিত চিঠির সাথে স্ক্যানকৃত চিঠির মিল আছে কিনা তা যাচাই করে আসামীকে দ্রুত জামিনে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

Supreme Court Online Bulletin (SCOB)

- সুপ্রীম কোর্টের অনলাইন বুলেটিন 'স্কব'-এ আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ রায় এবং সেগুলোর রেসিও ডিসাইডেন্ডি হেডনোট আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। উভয় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সকল আদালতে সরকারি খরচে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি ও মামলা জট নিরসনে বাংলাদেশ বিচার বিভাগ সর্বদা সচেষ্ট। দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপের ডিজিটাইজেশন অত্যন্ত জরুরী। আমাদের শত বছরের পুরনো আইন দ্বারা ডিজিটাইজেশনের বিষয়টি সমর্থিত নয় বিধায় সময়ের প্রয়োজনে এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান আইনে সুস্পষ্টভাবে উহা সংযুক্ত করা অপরিহার্য।

E-Court System

- উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ই-কোর্ট ব্যবস্থা চালু, ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড ধারন ও সংরক্ষণ, জেলা ভিত্তিক ও কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধা চালু, দেশের বিচার ব্যবস্থায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রচলন এবং বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার পাঁচ বছর মেয়াদি ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। অনেকক্ষেত্রে ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের আদালতে হাজির করে সাক্ষ্য গ্রহণ করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে সময়, অর্থ সাশ্রয় হবে এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত হবে।

প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর জারীকৃত সার্কুলারসমূহ/Practice Direction:

- প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব গ্রহ-ণর পর দে-শর সকল আদাল-ত চলমান মামলাজট নিরসন ও মামলা-মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিচারকের শূন্য পদ পূরনের নিমিত্ত প্র-য়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহ-নর জন্য গত ২৬শে জানুয়ারী ২০১৫ইং তারিখ আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

- বর্তমা-ন সারা-দ-শর অধঃস্তন আদালতসমূ-হ প্রায় ২৮ লক্ষ মামলা বিচারাধীন র-য়-ছ এবং এর সংখ্যা ক্র-মই বৃদ্ধি পা-চ্ছ। আদালত সমূ-হ বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষি-ত আদাল-তর বিচারিক কর্মকালীন পূর্ণ ব্যবস্হা করা একান্তভা-ব জরুরী। সে প্রেক্ষি-ত গত ০৪ মে ২০১৫ইং তারিখ অধঃস্তন আদাল-তর বিচারকগ-ণর প্রতি নিম্নবর্ণিত নি-র্দশাবলী প্রদান করা হয়ঃ-

(১) বিচারকগণ আবশ্যিকভাবে বিচারিক কর্মঘন্টার ২য় ভাগে (দুপুর ২.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ৪.৩০ ঘটিকা) বিবিধ মামলাসমূহ বিশেষ করে ফৌজদারী বিবিধ মামলা ও দোতরফা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনপত্র সংক্রান্ত শুনানী গ্রহণ করা এবং এরূপ মামলার শুনানী গ্রহণের পর অবশিষ্ট সময় থাকলে সে সময়ও আপীল, রিভিশন ইত্যাদি মামলার শুনানী গ্রহণ করা।

(২) বিবিধ মামলা বিচারাধীন নেই এরূপ আদালতে বিচারিক কর্মঘন্টার ১ম ভাগ এবং ২য় ভাগের সমগ্র সময় বিচারকগণ মূল মামলা/আপীল মামলা/রিভিশন মামলার শুনানী গ্রহণ করে বিচারিক কর্মঘন্টার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৩) সারা-দ-শর অধঃস্তন আদালতসমূ-হ বিচারাধীন মামলার আধিক্য হ্রাস মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সর্বোপরি দ্রুত বিচার নিস্পত্তির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন আদাল-ত কর্মরত সকল পর্যা-য়র বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগ-ণর সাপ্তাহিক ছুটির দি-ন সুপ্রীম কো-র্টর রেজিস্ট্রার জেনা-রল-ক অবহিতকরণ ব্যতি-র-ক কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য গত ০২ জুন ২০১৫ইং তারিখ নি-র্দশনা জারী করা হয় ।

(৪) আবার আদাল-ত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতিত বহিরাগত (উ-মদার) দি-য় মামলার নথি-ত আ-দশ বা মামলাসংক্রান্ত কিছু লিপিবদ্ধ না কর-ত ২৩ জুলাই ২০১৫ইং তারিখ নি-র্দশনা জারী করা হ-য়-ছ। এর ফলে সকাল ৯ টা হতে অনেক সময় রাত ১০ টা পর্যন্ত বেঞ্চ সহকারীদের কাজ করতে হয়, যা অমানবিক। এক্ষেত্রে প্রতিটি আদালতে অতিরিক্ত বেঞ্চ সহকারীদের পদ সৃজন করা অপরিহার্য।

(৫) মামলা মোকদ্দমার শুনানী মুলতবী ও তারিখ নির্ধার-ণর ক্ষেত্রে গত ২৯ জুলাই ২০১৫ইং তারিখ নি-র্দশনা জারী করা হয় ।

(ক) মামলা মোকদ্দমায় একবার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হ-ল (-যৌক্তিক কার-ণ মুলতবী অপরিহার না হ-ল) সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সমস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন (from day to day) শুনানী অব্যহত রাখ-ত হ-ব,

(খ) তিন বছরের অধিক পুরাতন মামলা/মোকদ্দমায় সাক্ষ্য গ্রহণকা-ল শুনানী যৌক্তিক কার-ণ মূলতবী একান্ত অপরিহার্য হ-ল যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ততম বিবৃতি-ত। (কোনক্র-মই এক মা-সর অধিক নয়) পরবর্তী শুনানীর তারিখ নির্ধারণ কর-ত হ-ব।

(গ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরাতন মামলা শুনানীর জন্য গ্রহণ ও নিস্পত্তি করতে হবে ।

(৬) গত ৩০ জুলাই ২০১৫ইং তারিখ বি-শষ আদালত (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন ২০০৩ এর ৪(খ) ধারায় বিধানম-ত The Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জরুরীভিত্তিতে ঢাকা ব্যতিত দেশের সকল দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল-কে দায়রা আদালত হিসা-ব ঘোষণার প্র-য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহ-ণর জন্য সচিব আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে প্রজ্ঞাপন জারীর অনুরোধ করা হয়।

(৭) -দ-শর অধঃস্তন আদালতসমূ-হ তথা সিনিয়র সহকারী জজ ও যুগ্ম জেলাজজ আদালতসমূ-হ The Small Causes Courts Act, ১৮৮৭ ও বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর অধীন দা-য়রকৃত দীর্ঘ দিনের পুরাতন মোকদ্দমা সমূহ ও ফৌজদারী - অপরাধ সংক্রান্ত ২০০০ খ্রিঃ সা-লর পূ-র্বর GR ও Non- GR মামলায় যুক্তিসঙ্গত কারন ছাড়াই শুনানী মূলতবী করা-না উক্ত মোকদ্দমাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির কার্যবলী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য গত ২০ আগস্ট ২০১৫ইং তারিখ নি-র্দশনা জারী করা হয় ।

(৮) অধঃস্তন আদাল-তর বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী-দর পরিচয় প্রদর্শন এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী-দর অফিসিয়াল ইউনিফর্ম (দাপ্তরিক পোষাক) পরিচয় বিষয়ক গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখ নি-র্দশনা জারী করা হয় ।

(৯) তাছাড়া আইনজীবি সহকারী-দর নাম পরিচ-য় অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি-দর আদালত অঙ্গনে প্র-ব-শর ফ-ল মামলার আ-দশ/রা-য়র সার্টিফাইড কপি জালিয়াতিসহ অন্যান্য অনভি-প্রত কার্যাদি রোধক-ল্প গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখ দে-শর সকল আদালতসমূ-হ আইনজীবী সহকারী-দর পরিচয়পত্র প্রদর্শ-নর নি-র্দশনা জারী করা হয় ।

(১০) -দ-শর সকল আদালতসমূ-হ ডিজিটাইজেশন এর প্রক্রিয়ায় অংশ হিসা-ব সরকারী ব্য-য় দপ্ত-র ইন্টার-নট সং-যাগ স্থাপন বিধায় গত ২৯ জুলাই ২০১৫ এবং ১২ আগস্ট ২০১৫ইং তারিখ ২ টি ব্যাপক নি-র্দশনা জারী করা হয়।

বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি ও মামলা নিষ্পত্তির অগ্রগতিঃ

প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সহ মোট ১৩ (তের) টি জেলার সকল পর্যায়ের আদালত পরিদর্শন করেছি। এ সময় বিভিন্ন জেলায় জুডিসিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করি এবং মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করি। জুডিসিয়াল কনফারেন্স এবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে সার্কুলার জারী করা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সুপ্রীম কোর্টের নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিং এবং প্র্যাকটিস ডিরেকশন ইস্যুর ফলে বিচারকদের মধ্যে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির স্পৃহা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় যা পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দৃশ্যমান হবে। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান বছরে দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার বিগত বছরের এ সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ হতে ৩০শে নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আপীল বিভাগে মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯,৩৫৬টি। এ সময়ে বিগত বছরে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ৫,৭৮৯টি। এক্ষেত্রে মামলা তুলনামূলক নিষ্পত্তির শতকরা হার ১৬২%। হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৩,৩৮০টি। অথচ ২০১৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ২২,৪৭৭টি। এক্ষত্রে মামলা তুলনামূলক নিষ্পত্তির শতকরা হার ১৪৯%। ২০১৫ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আদালতে মোট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ১০,৬৭,৭৩৩টি। এ সময়ে ২০১৪ সালে নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯,৯৭,৬৫২টি। এক্ষেত্রে মামলা তুলনামূলক নিষ্পত্তির শতকরা হার ১০৭%। নিম্ন আদালতের ১৫০০ বিচারকের মধ্যে প্রেষণ ব্যতিত ১৩০০ বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করছে। ১৩০০ বিচারক দ্বারা ২৭ লক্ষাধিক মামলা নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সংগত কারণে বর্তমানে শূন্য ৩৮৩ টি পদে দ্রুত বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া কমপক্ষে বিচারক সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

বিচার সংক্রান্ত বস্তু ও ঐতিহাসিক স্মারকসমূহ সংগ্রহ করে সুপ্রীম কোর্ট জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারক ও কর্মকর্তাদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট মেডিক্যাল সেন্টার কে আরো যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিনোদনের জন্য জাজেস কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। তাছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিচারকদের এজলাস সংকট দূরীকরণের জন্য এনেক্স বিল্ডিং-২ ও সুপ্রীম কোর্টের অফিসারদের জন্য একটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ্য যে, অবকাঠামোগত স্বল্পতার কারণে একাধিক বিচারককে একই এজলাসে বিচারকার্য করতে হয়। এতে সময়ের অপচয় হয়। বিগত আট বছর ধরে এভাবে বিচারকার্য চলছে। অন্যকোনো সার্ভিসে কাজ না করে বেতন নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। বিচার বিভাগে কাজ করার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে বিচারকগণ পূর্ণ সময় বিচারকার্যে নিয়োজিত করতে পারেন না। কারণ বিচারকদের কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তেমন ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়নি। প্রতিদিন গড়ে ৮/১০ হাজার লোক প্রতি জেলায় বিচার সেবা পাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়। জেলার অন্য কোনো সরকারী অফিসে এত লোকের সমাগম হয় না। আদালতের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন- সৌচাগার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার ইত্যাদি না থাকায় বিচারপ্রার্থী জনগণ চরম ভোগান্তির শিকার হয়।

সংস্কার কার্যক্রমঃ

The Supreme Court (Appellate Division) Rules, 2016 এবং Civil Rules and Orders, 2016 নূতন কল্পে প্রণয়নের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। The High Court Division Rules এবং Criminal Rules and Orders সংশোধনের কার্যক্রম অচিরেই শুরু করা হবে। তাছাড়া, আপীল বিভাগের একজন বিচারকের নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট Special Committee for Judicial Reforms কাজ করছে। শত বছরের পুরোনো সেকেলে দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন সংশোধন করে ডিজিটাল রেকর্ডিং, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন এর আইনগত ভিত্তি প্রদান করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট আইন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ জানাবে।

পুরোনো ও সেকেলে আইন সংস্কারঃ

দেশের বিদ্যমান অধিকাংশ আইনই শতাব্দী কালের পুরাতন। উহাদের সার্বিক আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জটিল বিচার প্রক্রিয়া, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা, স্থবির আদালত প্রশাসন, বিলম্বিত মোকদ্দমার ব্যবস্থাপনা ও অনুপযোগী বিচার অবকাঠামো ইত্যাদি বিপুল জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। তাই দ্রুত

বিচার প্রক্রিয়া অভিগম্য করার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা অত্যাবশ্যক। সংস্কার পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রচলিত আইন, আইন কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে গতিশীল করা দরকার। বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি সহজিকরণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সংস্কার প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে হলে আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও কর্মপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি, মহিলা, শিশু ও দুঃস্থ সুবিধা বঞ্চিতদের বিচার প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দরিদ্র জনতার আইনগত অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। অনিষ্পত্তিকৃত বিচারাধীন মোকদ্দমা সমূহের দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে বেগবান বিচার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হবে। সহজলভ্য বিচার বিতরণের কৌশল আবিষ্কার করতে হবে। পদ্ধতিগত আইনের মন্থরতা পরিহার করে গতিশীল পদ্ধতিগত আইন কার্যকর করতে হবে। সমঝোতা ও সালিশের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে জনগণের বিরোধ সমূহের নিষ্পত্তিকরণে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া অপরিহার্য।

বাংলাদেশ যেমনিভাবে বিশ্ব অর্থনীতির রোল মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে তেমনি ভাবে সকলের আন্তরিক প্রয়াস এবং সার্বিক সহযোগীতায় অচিরেই বাংলাদেশ এশিয়ার বিচার ব্যবস্থার রোল মডেল হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবে - এ আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

আজকের এ অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় উপস্থিতি এবং মাননীয় বিশেষ অতিথিগণের প্রানবন্ত অংশগ্রহণ এই সম্মেলনকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। তাই তাঁদেরকে আবারো আমার ও বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে আমি শুধু একটা কথাই বলবো। বিচার বিভাগের মামলার জট হ্রাস ও মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে এর সংস্কার করতে হবে। এ ব্যাপারে বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট পগোর এক উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি 'We have met the enemy and it is we.'

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।